হেমন্ত এসে গেছে

"সবুজ পাতার খামের ভেতর

হলুদ গাঁদা চিঠি লিখে

কোন পাথারের ওপার থেকে

আনল ডেকে হেমন্তকে?

আনল ডেকে মটরশুঁটি,

খেসারি আর কলাই ফুলে

আনল ডেকে কুয়াশাকে

সাঁঝ সকালে নদীর কূলে।"

শ্রদ্ধেয় কবি সুফিয়া কামালের কবিতার এই লাইনগুলো জানান দিচ্ছে হেমন্ত এসে গেছে।

সকালের প্রথম রোদের মিষ্টি আভা জানান দিচ্ছে শীত দোড়গোড়ায়। বাতাসে অদ্ভুত এক গন্ধ। কার্তিক আর অগ্রহায়ণের মিশেলে হেমন্ত হয়ে ওঠে অপরূপ। সকালের ধানক্ষেতের ডগায় জমে থাকে শিশির, সুনীল আকাশ হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকে। হেমন্তের শুরুটা মিশে থাকে শরতের শুভ্রতায় আর শেষটা চলে যায় শীতের কাছে। হেমন্ত নীরব কবির মতো আসে। তারপর শীত আসছে- এ কথা জানান দিয়ে চলে যায়। শরতের কাশফুলের বিদায়ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে হেমন্তের আগমন ঘটে। এরপরই আসে শীত।

প্রকৃতির নিয়মেই হেমন্ত নিয়ে আসে হিম হিম অনুভব। হেমন্ত মানেই নব আনন্দ, নব শিহরণ। হেমন্তের নব জাগরণে কাননে কাননে ফোটে শিউলি, হাসনাহেনা, মল্লিকা আর গন্ধরাজ। ভোরের শিশির তাদের গায়ে লেগে থাকে আর কানে কানে বলে যায়, শীত আসছে শিগগিরই। তাই তো হেমন্তকালকে বলা হয় শীতের আগমনী গান।

এক সময় হেমন্তের নতুন ধান ঘরে তোলা উৎসব —নবান্ন ঘিরে গ্রামে গ্রামে চলত পিঠা-পুলি ও ক্ষীর-পায়েসের উৎসব। হেমন্তে ধান কাটা উৎসবে যোগ হতো সারি সারি গরু ও মহিষের গাড়ি। মাঠে মাঠে কৃষকরা দল বেঁধে ধান কাটা উৎসবে যোগ দিতেন। আর গেয়ে উঠতেন জারি-সারি, ভাটিয়ালিসহ নানা ধরনের গান।গান। হেমন্তে এখন উৎসব যেন হারিয়ে যেতে বসেছে।

স্বল্পায়ু হেমন্ত চোখের পলকেই যেন চলে যায় ।